দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 04 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

প্রফেসর আফতাব হত্যাকাণ্ড নিয়ে এইউবি'র বৈঠক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা ভীতসন্ত্রস্ত

ইনকিলাব রিপোর্ট

ঘাতকের বুলেটে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) প্রফেসর আফতাব আহমাদের মৃত্যুর পর থেকে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভাইস চ্যান্সেলর। তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ভীতসন্ত্রস্ত। ভিসিরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছেন না। আতঙ্কগ্রস্ত ভিসিরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে এবং যে যার চলনে-বলনে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছেন। স্বাধীনভাবে কথা বলায় কখন কাকে আবার আফতাব আহমাদের ভাগ্য বরণ করতে হয় সে চিন্তা তাড়া করে ফিরছে ভিসিদের অনেককেই। এমন অবস্থায় ভিসিদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে সরকারকে ভিসিদের ৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এসব কথা বলা হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের এক বৈঠকে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের (এইউবি) ধানমণ্ডি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এইউবি সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ
কে ঘাতকের গুলিতে নিহত প্রফেসর
ফতাব আহমাদের মৃত্যুর বিষয়ে শোক প্রস্তাব
ণ করা হয়। এর আগে বৈঠকে প্রয়াত
কর্মীর কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনায়
শ নিয়ে প্রায় সব ভিসিই বীর মুক্তিযোদ্ধা
ফতাব আহমাদের স্বাধীনচেতা জীবনাদর্শ,
াস্তে অনড় অবস্থান, দেশের স্বাধীনতা-
ভৌমত্ববিরোধীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন
চলা, সাহসিকতার সাথে যে কোন পরিস্থিতি
কাবিলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজেরা
জদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।
তোভয় বুদ্ধিজীবী আফতাব আহমাদের
াল মৃত্যুতে এইউবি গভীর শোক প্রকাশ
ার পাশাপাশি এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র
া প্রকাশ করেছে।

ক প্রস্তাবে বলা হয়, প্রফেসর আফতাব
হমাদ ছিলেন একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা,
জন পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ
ং সুযোগ্য প্রশাসক। তাঁর হত্যাকাণ্ডে
বিদ্যালয়ের সকল ভাইস চ্যান্সেলর
াপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এইউবি'র শোক
াবে আফতাব আহমাদের রুহের মাগফিরাত
না এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি
বেদনা জানানো হয়েছে।

সাথে সরকারের প্রতি অবিলম্বে আফতাব
মাদের হত্যাকাণ্ড তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের
 বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী
ানো হয়েছে।

মিয়ে পড়েছে তদন্ত

িয়ে পড়েছে প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ
 মামলার তদন্ত কার্যক্রম। ঘটনার ১২ দিন
ও পুলিশ কোন ক্লু উদঘাটন করতে
রনি। মামলাটির তদন্তভার ডিবিতে হস্তান্তর
 ছাড়া এ ব্যাপারে ন্যূনতম সফলতাও নেই।
সারা গোছের তদন্ত হচ্ছে। সামান্য কোন
া ঘটলেই জিজ্ঞাসাবাদের নামে যেখানে
শ গণহারে গ্রেফতার করে, সেখানে
ফেসর আফতাব আহমাদের মতো একজন
াত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বিশিষ্ট শিক্ষক ও
বরেণ্য ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ
কে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।
নকি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখন পর্যন্ত
কে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ফলে
লার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা সন্দেহ দেখা
য়েছে। এছাড়া সরকারের ভূমিকা নিয়েও
ন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ
ছে, প্রভাবশালীদের রক্ষা করতে ডঃ
ফতাবের খুনীদের আড়াল করতে একটি মহল
পড়ে লেগেছে।

ড়া গুলীবিদ্ধ ডঃ আফতাবকে উন্নত
িৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য মিসেস
ফতাবের অনুরোধ রক্ষা না করায় নানা প্রশ্ন
ছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় না
[illegible]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের কতিপয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা নিয়েও জনমনে নানা রহস্যের জন্ম দিচ্ছে। খুনীরা আদৌ গ্রেফতার হবে কিনা এ নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ হত্যা মামলার বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি'র এডিসি সফিকুল ইসলাম। গতকাল (মঙ্গলবার) তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ইনকিলাবকে বলেন, এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি, তদন্ত চলছে। তবে তেমন কোন সাফল্য নেই। তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তারপরও আশা করি শীঘ্রই খুনীরা ধরা পড়বে। প্রাথমিকভাবে মিসেস আফতাবসহ বাসার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র মতে, ডঃ আফতাবকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। খুনীরা ভাড়াটে হলেও এর পেছন একটি প্রভাবশালী মহলের হাত থাকতে পারে। অন্যদিকে